০৪-০৩-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ১৪-০৪-৮৩ মধুবন

সম্পন্ন আত্মা সদা নিজের এবং সেবার প্রতি সন্তুষ্ট

আজ দূর দেশবাসী বাচ্চাদের সাথে মিলনের জন্য বাচ্চাদের এই সাকার দুনিয়ায় বাবা সাকার রূপের আধার নিয়ে বাচ্চাদের এবং এই সাকারী পুরানো দুনিয়াকে দেখছেন । পুরানো দুনিয়া অর্থাৎ অস্থিরতার দুনিয়া । বাপদাদা অশান্ত দুনিয়ার জাঁকজমক দেখে বাচ্চাদের অনড় স্থিতির দিকে তাকিয়ে আছেন । অস্থিরতার এইসব দৃশ্য তোমরা সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে দেখ । খেলার এইসব দৃশ্য আরও তোমাদের অচল সুইট হোম এবং নিজের নির্বিঘ্ন সুইট রাজধানী মনে করিয়ে দেয় । মনে করতে পারো তোমরা, কোন্ ঘর তোমাদের, তোমাদের রাজ্য কেমন ছিল, এখন কোন্ রাজ্যই বা আসতে চলেছে এবং কোন্ ঘরে তোমরা যাচ্ছ ? আজ এই দৃশ্য দেখে বাপদাদা অন্তরঙ্গভাবে খোলাখুলি আলাপচারিতা করছিলেন । অস্থিরতার এই দুনিয়ায় থেকে আর কতদিন এই দৃশ্য দেখে যেতে হবে ! বাচ্চাদের এই অল্পবিস্তর সহন করার দৃশ্য দেখে ব্রহ্মাবাবা তাঁর হৃদয়ে এই উপলব্ধিই করছেন যে এখন থেকে তিনি সব বাচ্চাদের সূক্ষ্মবতনে ডাকবেন । তোমাদের এই অভিপ্রায় পছন্দ ? উড়তে পারবে তোমরা ? কোনও রস্যি ইত্যাদিতে তোমরা বেঁধে নেই তো ? কোনরকম মোহবশে তোমাদের পাখা কোথাও আটকে নেই, তাই না ? এইরকম প্রস্তুতি নিয়েছ তোমরা ? বাপদাদা তো সেকেন্ডে উড়ে যাবেন, কিন্তু তোমরা যদি প্রস্তুতি নিতে নিতে থেকে যাও, তখন ! তোমরা প্রস্তুত, তাই না ? সর্বাগ্রে, তোমাদের নিজেদের দুটো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে-

১) আমি কি স্বতন্ত্র আত্মা ? নিজের পুরুষার্থের গতির সাথে নিজে সন্তুষ্ট ? আত্মারা, যারা আমার সম্পর্ক সম্বন্ধে আছে তাদের সবার থেকে নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতির সন্তুষ্টির রেসপন্স পাচ্ছি কি ?

২) দ্বিতীয়তঃ, সেবায় আমি নিজের প্রতি সন্তুষ্ট ? যথার্থ শক্তিশালী বিধির প্রয়োগ করে রিটার্ণ হিসেবে সাফল্য কি আমি প্রাপ্ত করতে পারছি ? আমার রাজ্যের জন্য আমি কি ভ্যারাইটি আত্মাদের, যেমন, রাজ্য অধিকারী, রয়্যাল ফ্যামিলির অধিকারী, রয়্যাল প্রজার অধিকারী এবং সাধারণ প্রজার অধিকারী সব আত্মাদের সংখ্যার প্রয়োজন অনুসারে আমরা প্রস্তুত করেছি ? বাবা হলেন করাবনহার, কিন্তু নিমিত্ত করনহার, বাচ্চাদেরই বানান, কারণ তোমরা কর্মের প্রারব্ধ লাভ করো । নিমিত্ত বাচ্চাদেরই কর্ম করতে হয়, ব্রহ্মাবাবার সাথে সম্বন্ধে তোমরা সব বাচ্চাদেরই আসতে হবে । বাবা তো প্রিয় হয়েও পৃথক থাকবেন । সুতরাং, এইরকম চেকিং করে তারপর বাবাকে জানাও, তোমরা প্রস্তুত কিনা ! কার্য তো অর্ধ-সম্পন্ন করে তোমরা যাচ্ছ না, তাই না ? সম্পূর্ণ না হলে আত্মা কর্মাতীত হতে পারেনা আর বিনা সম্পূর্ণতায় বাবার সাথে ফিরেও যেতে পারেনা । তাঁর সাথে একমাত্র তারাই ফিরে যেতে পারবে যারা সমান হয় । তোমরা তো তাঁর সাথেই যেতে চাও, তাই না ? নাকি তাঁর পিছু পিছু পরে আসবে ? তোমরা শিবের বরযাত্রীতে তো আসছ না, আসছ কি ? এখন বাবাকে বলো তোমরা প্রস্তুত কিনা ! নাকি ভাবছো, ছু মন্তর বলবে আর ম্যাজিক হয়ে যাবে ! শিবমন্ত্রই ম্যাজিক মন্ত্র । সেই মন্ত্র তোমরা তো পেয়েই গেছ । ব্রহ্মাবাবার খুব উদ্বেগ ছিলো, বাচ্চাদের না কোনো অসুবিধে হয় ! অসুবিধে হয়েছে নাকি মনোরঞ্জন হলো ? (আজ বর্ষা হওয়ার কারণে টেন্ট ইত্যাদি সব ভেঙে পড়েছে) শুধু কি টেন্টই ধ্বসে গেল নাকি অন্তঃস্থলও নড়ে গেল ? হৃদয় তো মজবুত, তাই না ! কি হবে, কিভাবে যাবো এইরকম দোটানার মধ্যে থেকো না । অন্ততঃ নতুন কিছু তো দেখ ! তোমরা তো কেউ কখনো আবুর আবহাওয়া দেখনি, তাই না ? সেটারও একটা অনুভব হচ্ছে ।

পাহাড়ী বর্ষাও তো তোমাদের দেখা দরকার ! এও এক বিনোদন দৃশ্য দেখেছিলে তোমরা । তোমরা এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে যাওয়ার সঙ্কল্প তো করছো না, তাই না ! এটা ভালো যে অন্ততঃ শেষদিনে তুফান এসেছে ! কিছু নতুন খবর তো গিয়ে শোনাবে কি কি দেখেছো ! খবরে যা বলবে তাতে চিত্ত বিনোদন হবে, তাই না ! বাস্তবে, তোমরা তো সব অনড় । এখন, আরও অনেক কিছু হওয়ার আছে ! এতো কিছুই না ! এও তত্ব পরিবর্তনের লক্ষণ । এটা দেখে মনে হচ্ছে যেন তত্বের গতি তীব্র হচ্ছে, স্ব-পরিবর্তনের গতিও এইরকম হতে হবে । আচ্ছা ।

এইভাবে সদা স্ব-পরিবর্তনে তীব্রগতিতে চলে, নিজের সম্পূর্ণতা দ্বারা সেবার কার্য সম্পন্ন করে, সদা সাক্ষীভাবের স্থিতিতে স্থিত হয়ে অস্থিরতার পার্টকেও চিত্ত বিনোদনমূলক পার্ট মনে করে অটল হয়ে যারা দেখে, এমন সদা শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

গ্রুপের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ -
১) সদা সাক্ষীভাবের স্থিতিতে স্থিত হয়ে ড্রামার সব দৃশ্যকে দেখ তোমরা ? সাক্ষীভাবের স্থিতি ড্রামাতে হিরো পার্ট প্লে করাতে সদা সহযোগী হয় । যদি সাক্ষীভাব না থাকে তো হিরোপার্ট অভিনয় করতে পারবেনা । হিরোপার্টধারী থেকে তোমরা তখন সাধারণ পার্টধারী হয়ে যাবে । সাক্ষীভাবের স্থিতি সদাই ডবল হিরো বানায় । এক, হীরে সমান বানায় আর এক হিরো পার্টধারী বানায় । সাক্ষীভাব অর্থাৎ দেহ থেকে পৃথক হয়ে আত্মা মালিকভাবের স্টেজে স্থিত থাকবে । এর অর্থ হলো, দেহ থেকে আলাদা হয়েও, এর মালিক হওয়া । এই দেহ দ্বারা কর্ম করাও, করোনা । এইরকম সাক্ষীস্থিতি সদা থাকে ? সাক্ষী স্থিতি সহজ পুরুষার্থের অনুভব করায় ? তোমরা যদি সাক্ষীভাবের স্থিতিতে থাকো তো কোনরকম বিঘ্ন বা অসুবিধে থাকতেই পারবেনা । এটাই মূল অভ্যাস । এটাই সাক্ষী স্থিতির প্রথম এবং লাস্ট পাঠ, কারণ লাস্টে যখন চারিদিক অস্থিরতার পরিবেশে ছেয়ে যাবে, তখন সাক্ষীস্থিতির দ্বারাই বিজয়ী হবে । অতএব, এই পাঠ মজবুত করো । আচ্ছা -

২) সদা নিজেকে সঙ্গমযুগী শ্রেষ্ঠ আত্মা মনে করো ? সঙ্গমযুগ শ্রেষ্ঠ যুগ, পরিবর্তনের যুগ, আত্মা আর পরমাত্মার মিলন মেলার যুগ । এইভাবে যদি সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব সম্বন্ধে ভাবো তো কত আছে ! এই বিশেষত্বগুলোই স্মৃতিতে বজায় রেখে সমর্থ হও । যেমন স্মৃতি তেমন স্বরূপ নিজে থেকেই হয়ে যায় । সুতরাং সদা জ্ঞানের মন্থন করতে থাকো । মনন করলে শক্তি দ্বারা নিজেকে পূর্ণ করতে পারো । যদি মনন না করো, শুধু শোনায় বা শোনানোতে তুমি শক্তিস্বরূপ হতে পারবে না, শুধু জ্ঞান শোনানোর স্পিকার হবে ! তোমরা বাচ্চারা মননের যে ছবি দেখাও তা' ভক্তিমার্গেও দেখানো হয়েছে । কিভাবে মনন করো, সেই ছবি মনে আছে তোমাদের ? বিষ্ণুর ছবি দেখনি ! কিভাবে আরামে শুয়ে জ্ঞানের মনন-চিন্তন করছেন । মনন করে চিন্তন করে পুলকিত হচ্ছেন । তাহলে এই চিত্র কার ? শয্যা কেমন দেখেছ ! একটা সাপকে শয্যা বানিয়েছেন অর্থাৎ বিকার অধীন হয়েছে । তার ওপরে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন । নীচের জিনিস অধীন, আর মালিক তার ওপরে । যখন তোমরা মায়াজিৎ হও, তখন নিশ্চিন্ত থাকো তোমরা । মায়ার কাছে হেরে যাওয়ার, যুদ্ধ করার কোনো চিন্তা নেই । অতএব, তোমরা নিশ্চিন্ত, আর মননের দ্বারা নিজেদের প্রফুল্ল রেখেছো । সুতরাং এইভাবে তোমরা নিজেদের পরীক্ষা করে দেখ, মায়াজিৎ হয়েছো কিনা । কোনও বিকার যেন আঘাত না করে । রোজ নতুন নতুন পয়েন্ট স্মৃতিতে রেখে সেসব মনন করো তো তুমি নিজে খুব আনন্দ পাবে, সুখানুভবে থাকবে কারণ বাবার দেওয়া ধনভাণ্ডার মননে সেই সবকিছু তোমার নিজের অনুভব হবে । যেমন ভোজন প্রথমে

আলাদাথাকে, যে খাবে তার থেকে । যেমনই হোক, ভোজন একবার হজম করে নিলে সেই ভোজন রক্ত হয়ে শক্তিরূপে নিজের হয়ে যায় । সেইরকম জ্ঞানও মনন করলে নিজের হয়ে যায়, তুমি তখন উপলব্ধি করবে, এটা তোমার নিজের ভাণ্ডার ।

৩) সবাই তোমরা নিজেকে শ্রেষ্ঠ আত্মা মনে করো ? শ্রেষ্ঠ আত্মা অর্থাৎ প্রত্যেক সঙ্কল্প, বোল এবং কর্ম সদা শ্রেষ্ঠ হবে কারণ সাধারণ জীবন থেকে বেরিয়ে শ্রেষ্ঠ জীবনে প্রবেশ করেছো । কলিযুগ থেকে সরে গিয়ে সঙ্গমযুগে এসেছ । এখন যুগ বদলে গেছে, জীবন বদলে গেছে, তখন জীবন বদল হওয়া অর্থাৎ সবকিছু বদলে যাওয়া । নিজের জীবনে এইরকম পরিবর্তন দেখতে পাও ? কোনো কর্ম, চলন সাধারণ মানুষের মতো যেন না হয় । তারা হলো লৌকিক আর তোমরা অলৌকিক । অলৌকিক জীবন সম্বলিত আত্মা লৌকিক জীবনে থাকা আত্মার থেকে আলাদা হবে । চেক করো তোমাদের সঙ্কল্প সাধারণ বা অলৌকিক কিনা ! চেক করার পরে যদি দেখ সেগুলো সাধারণ, তখন চেঞ্জ করে নাও । কোনো খাওয়ার জিনিস তোমার সামনে রাখা হলে যেমন চেক করে নাও খাওয়ার বা নেওয়ার উপযুক্ত কিনা, যদি তা' না হয়, তোমরা সেটা নাও না, ছেড়ে দাও ! সেইরকম কর্ম করার আগে কর্মকে চেক করো । সাধারণ কর্ম করতে করতে তোমাদের জীবন সাধারণ হয়ে যায়, আর তারপর দুনিয়ার লোকেদের মতো তোমরাও তাদের সাথে মিশে যাও । অনন্যসুলভ এবং পৃথকভাবে প্রতীয়মান হও না । যদি পৃথকভাব (ন্যারাপন) না হয় তাহলে বাবারও প্রিয় হবে না । মাঝে মাঝে যদি তোমাদের এমন উপলব্ধি হয় যে, তোমরা বাবার ভালোবাসা পাচ্ছ না, তবে অবশ্যই বুঝবে কোথাও পৃথকভাবের অভাব আছে এবং কোথাও তোমরা মোহবশে আটকে আছ । এর কারণ তোমরা পৃথক হতে পারনি আর সেইজন্যই বাবার ভালোবাসা অনুভব করতে পারছনা । নিজের দেহ থেকে বা সম্বন্ধ থেকে বা কোনো বস্তু থেকে তোমরা আলাদা হতে পারনি, স্থূল বস্তু পর্যন্ত তোমাদের যোগভঙ্গ করার নিমিত্ত হতে পারে । সম্বন্ধের ক্ষেত্রে হয়তো মোহ নেই, কিন্তু খাওয়ার বস্তুতে বা পরার কোনো বস্তুতে আকর্ষণ থাকবে । একটা ক্ষুদ্র বস্তুও অনেক বড় লোকসানের কারণ হতে পারে । সুতরাং, সদা পৃথকভাব অর্থাৎ অলৌকিক জীবন । গৃহস্থ লোকে যেমন বলে, চলে, গার্হস্থ্য জীবনে থাকে সেইরকম যদি তোমরাও থাকো তবে কি প্রভেদ হবে ! সুতরাং দেখ তোমরা নিজেদের কতটা পরিবর্তন করেছো ! লৌকিক সম্বন্ধে তুমি শ্বাশুড়ী হও বা পুত্রবধূই হও, শুধু আত্মাকে দেখ । সে পুত্রবধূ নয়, কিন্তু আত্মা । যদি তুমি আত্মাকে দেখ, হয় খুশি থাকবে নয়তো করুণা থাকবে, বেচারা এই আত্মা পরবশ অজ্ঞানে আছে, কোনকিছু জানেনা আর আমি জ্ঞানবান আত্মা, কোনকিছু সম্বন্ধে অজ্ঞান এই আত্মাকে কৃপা করে অবশ্যই নিজের শুভ ভাবনা দ্বারা পরিবর্তন করবো । তোমার দৃষ্টি এবং বৃত্তি চেঞ্জ করতে হবে ।নয়তো তোমার পরিবারে প্রভাব পড়বে না । সুতরাং বৃত্তি এবং দৃষ্টি পরিবর্তনই অলৌকিক জীবন । যে কাজ অজ্ঞানী করে, তা' তোমরা করতে পারোনা । তাদের সঙ্গের রঙ তোমার ওপর যেন লাগতে না পারে । নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ- আমি জ্ঞানী আত্মা, আমার প্রভাব অজ্ঞানীর ওপর পড়ে । যদি না পড়ে তবে এর অর্থ তোমার শুভ ভাবনা নেই ! সেইজন্য তোমার কিছু বলায় তাদের ওপর প্রভাব পড়বে না, কিন্তু তোমার সূক্ষ্ম ভাবনা যা হবে তার ফল তুমি অবশ্যই লাভ করবে । আচ্ছা ।

৪) প্রতি পদে সর্বশক্তিমান বাবা সাথে থাকার অনুভব করো তোমরা ? যেখানে সর্বশক্তিমান বাবা আছেন সেখানে সর্বপ্রাপ্তি নিজে থেকেই হবে । যেমন বীজ আছে তো তার মধ্যে সম্পূর্ণ বৃক্ষের অস্তিত্বও আছে । এইভাবে যখন সর্বশক্তিমান বাবার সাথ থাকে তো তুমি সদা ধনভাণ্ডারে পরিপূর্ণ,

সদা তৃপ্ত, সদা সম্পন্ন হবে । তুমি কখনো কোনো ব্যাপারে কমজোর হবেনা । কখনো কোনো কম্পলেন্টস (নালিশ .) থাকবে না । সদা কমপ্লিট । কি করবো, কিভাবে করবো এইরকম কোনো কম্পলেন্ট থাকবে না । তাঁর সাথ আছে তো সদা বিজয়ী । তোমরা যখন সরে যাও তখন অনেক লম্বা লাইন হয়ে যায় । এক কিয়্যোঁ (প্রশ্ন) ক্যু (লাইন) বানিয়ে দেয় । সুতরাং তোমরা নিশ্চিত হয়ে যাও কখনো প্রশ্নের ক্যু হতে দেবেনা । ভক্ত এবং প্রজাদের লাইন হবে হয়তো, কিন্তু কিয়্যোঁর ক্যু অর্থাৎ প্রশ্নের লাইন যেন না হয় । যারা সদা তাঁর সাথে আছে তারা যাবেও তাঁর সাথে । তোমরা সদা তাঁর সাথে আছ, সদা থাকবে এবং তাঁর সাথে ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাই না ? অনেককালের দুর্বলতা অন্তে বিশ্বাসঘাতকতা করবে । যদি কোনও দুর্বলতার রস্যি থেকে যায় তো উড়তে পারবে না । অতএব, সব রস্যিগুলো চেক করো । ব্যস্ সময়ের বাঁশি বাজার সাথে সাথে ডাক আসলে তোমাদের যেতে হবে । হিম্মতে বচ্চে মদতে বাপ অর্থাৎ যে বাচ্চা সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যায়, বাবার সহযোগ তার অবশ্যই প্রাপ্ত হয় । বাবা যখন তোমাদের সহায় আছেন,তখন সেখানে মুশকিল কিছুই নেই । সবকিছু সম্পন্ন হয়েই আছে ।

৫) সদা নিজেদের মাস্টার সর্বশক্তিমান অনুভব করো তোমরা ? এই স্বরূপের স্মৃতি বজায় রাখলে সব পরিস্থিতিকে এমন অনুভব হবে যেন বিপরীত পরিস্থিতি একটা সাইড সীন । যখন তোমরা সেটাকে বিপরীত পরিস্থিতি বলে মনে করো, তোমরা বিভ্রান্ত হও । যাই হোক, সেগুলোই যখন সাইড সীন মনে হয়, তোমরা সহজেই সেসব পার করে যাও কারন সেইসব দৃশ্য দেখে তোমরা খুশির অনুভব করো, ভয় পাওনা । সুতরাং, বিঘ্ন আর বিঘ্ন থাকেনা, সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাধন হয়ে যায় । পরীক্ষা তোমাকে পরবর্তী ক্লাসে উন্নীত করে । তাইতো এই বিঘ্ন, বিপরীত পরিস্থিতি এবং পরীক্ষা তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে, এগুলো সম্পর্কে এমনই তো ভাবো তোমরা, তাই না ? তোমরা সর্বদা এমন ভাবো, এটা কেন হলো, কি হলো ? সুতরাং এটা ভাবতেও তোমাদের টাইম চলে যাচ্ছে । ভাবা অর্থাৎ থামা । মাস্টার সর্বশক্তিমান কখনো থামেনা । সদা নিজের জীবনে উড়তি কলার অনুভব করে ।

৬) বরদাতা বাবার দ্বারা সর্ব বরদান প্রাপ্ত হয়েছো ? মুখ্য কোন বরদান বাবার থেকে লাভ করেছো ? এক তো সদা যোগী ভব আর দ্বিতীয় পবিত্র ভব । তাহলে এই দুই বরদান জীবনে সদা অনুভব করতে পারো ? তোমাদের জীবন যোগী জীবন বানিয়েছ নাকি যোগ লাগাতে হবে এমন যোগী ? যোগ লাগানোর যোগী দু'চার ঘন্টা যোগ লাগাবে, তারপরেই খেলা শেষ ! কিন্তু যোগী জীবন নিরন্তর । সুতরাং তোমাদের নিরন্তর যোগী জীবন । এমনই পবিত্র ভব'র বরদান পেয়েছো । পবিত্র ভব'র বরদান দ্বারা পূজ্য আত্মা হয়েছো । যোগী ভব'র বরদান দ্বারা সদা শক্তিস্বরূপ হয়েছো । তাহলে তো শক্তিস্বরূপ আর পবিত্র পূজ্যস্বরূপ দুইই হয়ে গেছ, তাই না ! সদা পবিত্র থাকো ? শুধুমাত্র কখনো কখনো পবিত্র থাকো এমন না তো ? কারন একদিন অপবিত্র হলে তখন অপবিত্রতার লিস্টে এসে যাবে । তাহলে পবিত্রতার লিস্টে আছো ? কখনো ক্রোধ আসেনা তো ? ক্রোধ করা বা মোহবশ হওয়াকে অপবিত্রতা বলা হবে । মোহ কি অপবিত্রতা নয় ? নষ্টমোহা যদি না হতে পারলে তো স্মৃতিস্বরূপও হতে পারবে না । কোনো বিকার আসতে দিওনা । যখন কোনো বিকারকে আসতে দেবেনা তখনই বলা হবে পবিত্র এবং যোগী ভব ।

বাপদাদা সব বাচ্চাদের কাছে আশা করেন, সব বাচ্চারা দৃঢ় সঙ্কল্প করবে কখনো তারা ব্যর্থ ভাববে না, ব্যর্থ করবেনা, ব্যর্থের রোগ সদাকালের জন্য শেষ করবে । এই একটা দৃঢ় সঙ্কল্প সদা সর্বদার জন্য তোমাদের সফলতার প্রতিমূর্তি গড়ে তুলবে । সদা সতর্ক থাকতে হবে অর্থাৎ ব্যর্থকে শেষ করতে হবে । আচ্ছা - ওম্ শান্তি ।

বরদানঃ- দিব্য বুদ্ধি দ্বারা দিব্য সিদ্ধি প্রাপ্ত করে সিদ্ধিস্বরূপ ভব

সময়োপযোগী বিধি দ্বারা দিব্য বুদ্ধিকে ইউজ করলে তুমি সর্ব সিদ্ধি নিজের হাতের মধ্যে পেয়ে যাবে । সিদ্ধি কোনো বড় জিনিস নয়, শুধু দিব্য বুদ্ধির জাদু । আজকাল যেমন জাদুকররা হাতের কৌশলে ভেলকি দেখায়, এই দিব্য বুদ্ধির দক্ষতা সর্ব সিদ্ধিকে হাতের মুঠোয় এনে দেয় । তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মারা সকল দিব্য সিদ্ধি প্রাপ্ত করেছো, এইজন্য আজও ভক্তরা সিদ্ধি প্রাপ্ত করতে তোমাদের মূর্তির কাছে যায় ।

স্লোগানঃ- যাদের কাছে সর্বশক্তিমান বাবার সর্বশক্তি আছে তাদের কখনো পরাজয় হতে পারে না ।